যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৪২৪

১/ বিবিধ

আরবী

لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها

موضوع

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (ج 3 ق 97 / 2) من طريق حفص بن عمر الكندي، حدثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعا

قلت: وهذا موضوع حفص بن عمر، هو قاضي حلب، قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به، وصالح بن حسان، متفق على تضعيفه، بل قال ابن حبان (1 / 367 ـ 368) : كان صاحب قينات وسماع (!) وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات وأما قول الهيثمي في " المجمع " (2 / 53)

رواه الطبراني في " الكبير "، وفيه صالح بن حسان وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات

قلت: وفيه مؤاخذتان

الأولى: تعصيب الجناية بصالح هذا وحده مع أن الراوي عنه مثله في الضعف أو أشد ليس من العدل في شيء

الأخرى: أن صالحا لم يذكره ابن حبان في " الثقات "، وإنما ذكر فيه (6 / 456) صالح بن أبي حسان، وهما من طبقة واحدة، فاشتبه على الهيثمي أحدهما بالآخر، وقد علمت أن ابن حسان اتهمه ابن حبان نفسه بالوضع

واعلم أنه لم يثبت في السنة التفريق بين عورة الحرة، وعورة الأمة، وقد ذكرت ذلك مع شيء من التفصيل في كتابي " حجاب المرأة المسلمة " فليرجع إليه من شاء وهو الآن تحت الطبع مع زيادات وفوائد جديدة ومقدمة ضافية في الرد على متعصبة المقلدين بإذنه تعالى

বাংলা

৪২৪। কোন ব্যক্তি দাসীকে ক্রয় করার ইচ্ছায় তার লজ্জাস্থান ব্যতীত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখলে এবং তার দিকে দৃষ্টি দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তার লজ্জাস্থান হচ্ছে দু' হাঁটু ও তার লুঙ্গির বাঁধনের মধ্যবর্তী স্থানটি।

হাদীসটি জাল।

এটি তাবারানী "মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৩/কাফ ৯৭/২) হাফস ইবনু উমার আল-কিন্দী সূত্রে সালেহ ইবনু হাসসান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবনী) বলছিঃ এটি বানোয়াট। হাফস ইবনু উমার হালাবের কাযী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

আর সালেহ্ ইবনু হাসসান সকলের ঐক্যমতে দুর্বল। বরং তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/৩৬৭-৩৬৮) বলেন তিনি গায়িকা-নর্তকীর মালিক ও গীতিকার ছিলেন। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হায়সামী "আল-মাজমা" গ্রন্থে (২/৫৩) বলেনঃ হাদীসটি তাবারানী "মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যাতে সালেহ ইবনু হাসসান রয়েছেন; তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু হিব্বান "আস-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার একথায় দুটি ধরার বিষয় রয়েছেঃ

১। তিনি শুধুমাত্র সালেহকেই হাদীসটির সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ এটির সনদে তার থেকে বর্ণনাকারী তার মতই বা তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

২। এ সালেহকে ইবনু হিব্বান "আত-সিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তিনি সালেহ ইবনু আবী হাসসানকে "আত-সিকাত" গ্রন্থে (৬/৪৫৬) উল্লেখ করেছেন। তারা উভয়েই একই যুগের। হায়সামীর নিকট তা উলট পালট হয়ে গেছে। আর আপনারা অবগত হয়েছেন যে, এ ইবনু হাসসানকে ইবনু হিব্বান নিজেই জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

সুন্নাতের মধ্যে দাসী এবং স্বাধীন রমণীদের মাঝে লজ্জাস্থানের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68009

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন